তারিখ ... 09 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

দৈনিক সংবাদ

দৈনিক সংবাদ

উলিপুরের মদিনাতুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা

ছাত্রছাত্রী না থাকলেও ১৮ জন শিক্ষক কর্মচারী বেতন ও উপবৃত্তির টাকা পাচ্ছেন

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) থেকে সংবাদদাতা ঃ একযুগ ধরে ছাত্রছাত্রীশূন্য থাকলেও মদিনাতুল উলুম দাখিল মাদ্রাসার ১৮ জন শিক্ষক-কর্মচারী দিব্যি বেতন-ভাতা পাচ্ছেন। তুলছেন ছাত্রী উপবৃত্তির টাকা। হতবাক এলাকাবাসী, নিরুপায় উপজেলা প্রশাসন।

উপজেলা সদর ও পৌরসভা কার্যালয় থেকে অর্ধ কিলোমিটার দূরে মদিনাতুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর সরকারিভাবে বিল্ডিং নির্মিত হয়। আধা-পাকা ভবনও রয়েছে। ছাত্রছাত্রীও ছিল ভরপুর। কিছুদিন পর শিক্ষক ও কমিটির মধ্যে শুরু হয় গ্রুপিং-দ্বন্দ্ব। এক পর্যায়ে পরস্পরবিরোধী মামলা হয় ৬/৭টি, ঘটে মারামারি। দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে পৌঁছে ছাত্রছাত্রীশূন্য হয়ে পড়ে। এভাবে চলে প্রায় ৮/৯ বছর। কৌশলে জেলা প্রশাসনকে এডহক কমিটির সভাপতি করে শিক্ষকরা খাতাপত্রে ৪/৫ শ' ছাত্রী দেখিয়ে দিব্যি বেতন-ভাতা উত্তোলন করেন। অথচ ওই কয়েক বছর কোন ছাত্রছাত্রী দাখিল পরীক্ষা দেয়নি এবং ছাত্রী উপবৃত্তিও পায়নি। ৮/৯ বছর মাঝে মধ্যে অফিসরুমের দরজা খোলা দেখা যেত। তা অবশ্য বেতন-ভাতা বিল তৈরি করার জন্য।

এলাকাবাসী অভিযোগ করে বলেন, সবার চোখের সামনে প্রতিষ্ঠানটি ছাত্রীশূন্য, অথচ দিব্যি বেতন নিচ্ছে সরকারের কোষাগার থেকে। অভিভাবকরা জানান, তাদের ছেলেমেয়েরা ৩/৪ মাইল দূরের মাদ্রাসায় গিয়ে লেখাপড়া করছে। অথচ সরকার তাদের কিভাবে বেতন দিচ্ছে? খোদ উপজেলা নির্বাহী অফিসের কর্মকর্তারাও এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, ২৭শে সেপ্টেম্বর কয়েকজন সাংবাদিক দুপুর ১২টায় ওই মাদ্রাসা গিয়ে ৫ম শ্রেণীতে ১ জন, ৭ম শ্রেণী ৭ জন, নবম শ্রেণীতে ৫ জনসহ মোট ১৩ জন ছাত্রী দেখতে পান। অন্যান্য ক্লাস ছাত্রীশূন্য। শিক্ষক ৭ জন, কর্মচারী ও সুপার অফিসে বসে খোশগল্প করছেন। সুপার আ. সাত্তার জানান, ৮ বছর পর বিরোধ মীমাংসা হয়েছে এবং নতুন এডহক কমিটির সভাপতি টিএনও হয়েছেন। তার উদ্যোগে ২ বছর পর নিয়মিত কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। তবে শিক্ষকরাও ঠিকমতো আসেন না। ছাত্রীও এবার তেমন নেই। তাছাড়া ৫ মাস থেকে বেতন বন্ধ। ছাত্রীদের উপবৃত্তি নতুন করে চালু হয়েছে। ছাত্রী উপস্থিতি ১৩/১৪ হলেও উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে ১শ' ৩ জনকে। অথচ খাতাপত্রে ১০ ক্লাস মিলে ৪শ' ২৯ জন ছাত্রী দেখানো হয়েছে। স্থানীয় ৫/৭ জন জানায়, শুরুতে মারাত্মক দুর্নীতির আশ্রয় নিলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নীরব। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ২ কর্মকর্তা জানান, তারা পরিদর্শনে গিয়ে মাত্র ৫ জন ছাত্রী উপস্থিত পান। মাদ্রাসার সহ-শিক্ষক আয়নাল হক ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলেন, যত লেখেন না কেন? বিএনপি সরকার যতদিন থাকবে ততদিন একজন ছাত্রী না থাকলেও বিল বন্ধ হবে না। এলাকার অভিজ্ঞ মহল এ বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।